যুগান্তর

তারিখ .. 25. AUG. 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ৬ ... কলাম ... ৬ ...

প্রাথমিকের পাঠ্যবই নিয়ে সংকট চরমে

যুগান্তর রিপোর্ট

নতুন শিক্ষাবর্ষের প্রাথমিকের পাঠ্যবই নিয়ে সংকট এখনও কাটেনি। একদিকে বিশ্বব্যাংক সোমবার পর্যন্ত এ কাজের অনাপত্তি (এনওএ) ছাড় করেনি। যে কারণে জাতীয় পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) বই ছাপার কার্যাদেশ দিতে পারছে না। অপরদিকে এ কাজের বিষয়ে বিশ্বব্যাংকের দেয়া শর্ত না মানার ব্যাপারে এখনও অনড় রয়েছেন মুদ্রণ কাজ পাওয়া প্রতিষ্ঠানগুলো। তারা নতুন দেয়া শর্ত মেনে কাজ-তো করবেনই না, উল্টো এনিয়ে আদালতে মামলার হুমকি দিয়ে রেখেছে। এ দুই পক্ষের বিপরীতমুখী অবস্থানের কারণে আটকে গেছে কোমলমতি শিশুদের পাঠ্যবই ছাপা কাজ। এ কারণে ১ জানুয়ারি শিক্ষার্থীদের নতুন বই না পাওয়ার আশংকা তৈরি হয়েছে।

এনসিটিবির চেয়ারম্যান অধ্যাপক নারায়ণ চন্দ্র পাল সোমবার এ বিষয়ে যুগান্তরকে বলেন, 'প্রাথমিকের পাঠ্যবই নিয়ে আমরা আশংকার মধ্যে আছি। বর্তমানে কঠিন সময় পার করছি। এ সপ্তাহের মধ্যে যদি এ বই ছাপা কাজ শুরু করতে না পারি, তাহলে ১ জানুয়ারি শিক্ষার্থীদের হাতে বই তুলে দেয়া সম্ভব হবে না।' তিনি আরও বলেন, 'বিশ্বব্যাংক আর মুদ্রাকররা বিপরীতমুখী অবস্থান নিয়ে বসে আছেন। একপক্ষ হচ্ছে পাটা আরেক পক্ষ পুঁতা। এনসিটিবি হচ্ছে মরিচ। এ পাতা-পুঁতার ঘষাঘষিতে মরিচের অবস্থা নাজুক।'

শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্র জানিয়েছে, পাঠ্যবই নিয়ে বিরাজমান সংকটের পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ সোমবার দুপুরে এনসিটিবি চেয়ারম্যানকে জরুরি তলব করেন। এ সময় চেয়ারম্যান শিক্ষামন্ত্রীকে প্রাথমিকের পাঠ্যবইয়ের ব্যাপারে বিভিন্ন তথ্য অবহিত করেন। এরমধ্যে প্রাথমিকের বইয়ের জন্য বিশ্বব্যাংক কত টাকা পরিশোধ করে এবং বিশ্বব্যাংকের সঙ্গে এ ব্যাপারে সংকট : পৃষ্ঠা ১৪ : কলাম ৪

সংকট : পাঠ্যবই নিয়ে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

সরকারের চুক্তির অনুলিপি রয়েছে। এবারের বই ছাপা কাজের জন্য বিশ্বব্যাংকের সঙ্গে শুরু থেকে যেসব চিঠি চালাচালি হয়েছে আর সর্বশেষ চিঠিতে বিশ্বব্যাংক বই ছাপার বিষয়ে যেসব শর্ত আরোপ করে চিঠি দিয়েছে সেসব তথ্যও মন্ত্রীকে অবহিত করা হয়। এছাড়া এ বইয়ের টেন্ডারের বিজ্ঞাপন এবং অন্যান্য দলিলপত্রও দেয়া হয়। একইসঙ্গে এনসিটিবির চেয়ারম্যান পাঠ্যবই যথাসময় ছাপা কাজ শুরু ও শেষ করতে শিক্ষামন্ত্রীর হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন বলে মন্ত্রণালয় সূত্র জানায়।

এ বিষয়ে এনসিটিবি চেয়ারম্যান যুগান্তরকে বলেন, সোমবার পর্যন্ত বিশ্বব্যাংকের কাছ থেকে আমরা অনাপত্তি (এনওএ) পাইনি। তারা এটি আটকে রেখেছেন। তারা এ নিয়ে বিভিন্নভাবে কালক্ষেপণ করছে। এ কারণে আমরা বইয়ের ছাপা কাজের আদেশও দিতে পারছি না। চেয়ারম্যান বলেন, মুদ্রাকররা হুমকি দিয়ে রেখেছেন, টেন্ডার শর্তের বাইরে নতুন একটি বর্ণ সংযোজন করলেও তারা তা মানবেন না। বিপরীত দিকে মুদ্রকররা যে দামে কাজ করতে চায়, তাতে মানসম্মত বই হবে না বলে বিশ্বব্যাংকের আশংকা। তাই বিশ্বব্যাংক বিভিন্ন পর্যায়ে কাজ পরিদর্শনের শর্তজুড়ে দিয়েছে। মানসম্মত বই ছাপা না হলে তারা মুদ্রণ বিল না দেয়ার শর্তও দিয়ে রেখেছে। আমরা চাই, শিশুরা যথাসময় বই পাক। এ জন্য উভয়পক্ষকেই বোঝানোর চেষ্টা করছি। তিনি আরও বলেন, যদি উভয়পক্ষ নিজ নিজ অবস্থানে অনড় থাকে, তাহলে কাজ শেষ হবে না। শিক্ষামন্ত্রী উভয়পক্ষকে বোঝানোর পরামর্শ দিয়েছেন। এছাড়া সংসদীয় স্থায়ী কমিটিও এদিকে নজর রাখছে। স্থায়ী কমিটির সভাপতি মোতাহার হোসেন সোমবার টেলিফোন করে বিস্তারিত জেনেছেন।

- ১ জানুয়ারি বই দেয়া অনিশ্চিত
- এখন 'এনওএ' আটকে রেখেছে বিশ্বব্যাংক
- নতুন শর্তে রাজি নন মুদ্রাকররা
- এনসিটিবি চেয়ারম্যানকে মন্ত্রণালয়ে তলব

টেন্ডারের শর্ত অনুযায়ী বইয়ের ছাপার কার্যাদেশ দেয়ার পর বিভিন্নভাবে মোট ১২৬ দিন সময় দিতে হয় মুদ্রাকরদের। এছাড়া আরও ৬ দিন লাগে বই উপজেলায় পৌঁছাতে। সেই হিসাবে ১৩২ দিন লাগবে। নামপ্রকাশ না করে এনসিটিবির একজন সদস্য যুগান্তরকে বলেন, সময়ের বিবেচনায় আমরা সংকটে হিসাবে। গাণিতিক হিসাবে বলতে পারি, ১ জানুয়ারি বই দেয়ার ক্ষেত্রে সংকট তৈরি হবে। তবে এ সপ্তাহের মধ্যেও যদি কার্যাদেশ দিতে পারি, তাহলেও রাতদিন করে সংকট উত্তরণ করা যাবে। কিন্তু আগামী সপ্তাহে গড়ালে সংকট উত্তরণ কঠিন হবে।'

এবার প্রাথমিক স্তরের জন্য সাড়ে ১১ কোটি বিনামূল্যের পাঠ্যবই ছাপানো হবে। অন্যান্য বছরের মতো এবারও এ ছাপা কাজের জন্য এনসিটিবি আন্তর্জাতিক টেন্ডার ডাকে। ভারতীয় মুদ্রণকারীদের প্রতিযোগিতা থেকে হটাতে দেশীয় মুদ্রণকারীরা সিন্ডিকেট করে টেন্ডার দাখিল করে। এতে তারা এমনই দর হাঁকে যে, ভারতীয় একটি প্রতিষ্ঠানও এবার টেন্ডার পায়নি।

এর ফলে সরকার যে অর্থে বই ছাপাতে চায়, তারচেয়েও প্রায় ১০০ কোটি টাকা কম দর পড়ে। কিন্তু বিপত্তি বেধেছে অন্যত্র। বাজার দরের চেয়েও কম দামে বই ছাপার দর দেয়ায় বিশ্বব্যাংক বইয়ের মান নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে। এ কারণে এ সংস্থাটি পুনঃটেন্ডার দিয়ে যৌক্তিক দামে কাজ দিতে এনসিটিবিকে অনুরোধ জানায়। কিন্তু সময় স্বল্পতার কারণে এনসিটিবি এতে রাজি হয়নি। এ অবস্থায় বিশ্বব্যাংক বইয়ের কাগজ, ছাপা ও বাঁধাইয়ের মান নিশ্চিতের অঙ্গীকার চায়। তখন এনসিটিবি কঠোর মনিটরিংয়ের প্রস্তাব দেয়।

সে-অনুযায়ী বিশ্বব্যাংকের নিজস্ব টিম বই ছাপাপূর্ব, ছাপাকালীন এবং ছাপা-পরবর্তী পরিদর্শন, তদারকি, দেখভাল করবে। এর অংশ হিসেবে বই ছাপার আগে কাগজের নমুনা, ছাপার নমুনা এবং বই বাঁধাইয়ের পর বইয়ের নমুনা তাদের কাছে পাঠাতে হবে। ছাপার সময় তাদের টিম আকস্মিক যে কোনো প্রেস পরিদর্শন করতে পারবে। বই ছাপা শেষে উপজেলায় পৌঁছানোর পর তা পুনরায় নিরীক্ষা হবে। এ কাজ ৯০ দিনের মধ্যে শেষ করতে হবে। ছাপা কাজের গুণগত মান নিশ্চিত হলেই ছাপার বিল দেয়া হবে। এছাড়া প্রেস মালিকদের জামানত বিদ্যমান ১০ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ১৫ শতাংশ করার শর্ত দেয়া হয়েছে।

কিন্তু এসব শর্তে রাজি নন দেশীয় মুদ্রাকররা। তারা টেন্ডার দলিলের বাইরে কোনো শর্ত মানবেন না বলে ঘোষণা দিয়েছেন। এখানেই শেষ নয়, বুধ ও বৃহস্পতিবার দু'দিন দলবলসহ মুদ্রণ সমিতির নেতারা এনসিটিবিতে মহড়া দেন। এ সময় তারা নতুন শর্ত দেয়া হলে আদালতে মামলা করার হুমকি দেন।

এই বই নিয়ে সরকার প্রাক্কলন (সম্ভাব্য দর) ঠিক করেছিল ৩৩০ কোটি টাকা। কিন্তু দেশীয় মুদ্রাকররা সিন্ডিকেট করে ২২১ কোটি টাকা দর দিয়েছেন। এনসিটিবির নির্ধারিত দরের চেয়ে এটি ১০৯ কোটি টাকা কম। অবিশ্বাস্য এ দরের কারণেই বিশ্বব্যাংক বই ছাপার মান নিয়ে সংশয়ী হয়েছে।

প্রাথমিকের বিনামূল্যের বইয়ের মোট খরচের সাড়ে ৯ শতাংশ দেয় বিশ্বব্যাংক। বাকি অর্থ জাতীয় তহবিল থেকে খরচ করা হয়। এ সাড়ে ৯ ভাগ অর্থ প্রাপ্তির বিভিন্ন শর্তের একটি হচ্ছে, বইয়ের কাজের আদেশ (এনওএ) দেয়ার আগে বিশ্বব্যাংকের থেকে অনুমতি নিতে হবে। সেই অনুযায়ী এবারের বইয়ের জন্য বিশ্বব্যাংক প্রায় ২০ কোটি টাকা দেবে।